17 APR 2017
20

দৈনিক
ইত্তেফাক

শেরপুরে ১৮২ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই

■ শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুর জেলায় ১৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই কোনো প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিয়োগ ও পদোন্নতি না থাকার কারণে এ সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ১৫০টি। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার পাঁচ উপজেলায় ৬৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সদর উপজেলায় ৫১, শ্রীবরদীতে ৪৭, নালিতাবাড়ীতে ৩৪, নকলায় ২৮ ও ঝিনাইগাতীতে ২২ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শেরপুরে ১৮২ প্রাথমিক

২০ পৃষ্ঠার পর

ওইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সদর উপজেলার চরাঞ্চলের পাঁচ ইউনিয়নের ২৫টি বিদ্যালয়ে পাঁচ থেকে সাত বছর ধরে প্রধান শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকহীন এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। উল্লেখিত বিদ্যালয়ের মধ্যে শেরপুর সদর উপজেলার ৬ নং চর, ৭ নং চর, বেতমারী, ঘুঘুরাকান্দি, চরখার চর, সাতআনী পাড়া, সন্ন্যাসীর চর, সাহাব্দীর চর, চর ভাবনা, ধোপার চর, কুমরার চর ও ভাগল গড় গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের নাজুক অবস্থা প্রসঙ্গে স্থানীয় কামারেরচর ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, আমরা জনপ্রতিনিধিরা মিড ডে মিল্কসহ নানাবিধ কর্মসূচি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে আনতে চেষ্টা করছি। শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তঘেঁষা বালিজুড়ি, বড়ইকুচি, বাবলাকোনাসহ পাহাড়ি এলাকায় ১০টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, সাধারণত প্রধান শিক্ষকরা স্থানীয়ভাবে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি সহকারী শিক্ষকদের পক্ষে করা সম্ভব না। ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলগামী না হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে ঝুঁকে পড়ছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর